তথ্যের প্রয়োজনীয়তা ও তথ্য প্রদানের মাধ্যমে শবর উপজাতির জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন

বাসনা দাস
গ্রন্থাগারিক, জগন্নাথ কিশোর কলেজ, কেতিকা, পুরুলিয়া-৭২৩১০১

সার (Abstract) :

দামোদরপুর গ্রামটি পুরুলিয়া জেলার পুঞ্চা ব্লকের নপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। এই গ্রামটি ৪৪৮.২৮ হেক্টর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। পুরুলিয়া থেকে দামোদরপুর গ্রামটির দূরত্ব হল ৪২ কিলোমিটার। এই শবর পল্লীতে ১৬৫ জন পুরুষ, ১৪১ জন মহিলা ও ১৪০ জন শিশু বসবাস করে। এখানে একটি প্রাথমিক স্কুল আছে (শিক্ষকের সংখ্যা ৬ জন এবং ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ৬৯জন) ও একটি হাইস্কুল আছে (শিক্ষকের সংখ্যা ৫জন এবং ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ৩২জন)। তারা প্রতিদিন মধ্যাহ্ন খাবার পায়। এই কাজটি মূলত পুরুলিয়া জেলার দামোদরপুরে অবস্থিত শবর উপজাতি মানুষদের বর্তমান বাসস্থান, জীবিকা সম্পর্কে তথ্য এবং প্রশংসা পত্র ও সরকারি সাহায্য সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে এদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবগত করানো।

মুখ্যশব্দসমূহ (Keywords) :

তথ্যের প্রয়োজনীয়তা, শবর উপজাতি, জীবনযাত্রা, উন্নয়ন

১। ভূমিকা (Introduction) : প্রবল প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্যে অরণ্যচারী যে আদিম উপজাতিগুলি নির্জন প্রকৃতির কোলে বসতি স্থাপনে নিজেদের বেশি স্বচ্ছন্দবোধ করে তাদেরই একটি আদিম জনগোষ্ঠী হল শবর। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অধিক সংখ্যায় শবরদের বাস তিনটি জেলায় পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুর। অধিক লোধা শবরদের বসবাস মুলত পশ্চিম মেদিনীপুরে। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া অনলে মূলত খেড়িয়া শবর বা শবর সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস অধিক। তবে সারা ভারতের জনসংখ্যার বিচারে এই শবরদের অবস্থান সত্যিই নগন্য। পশ্চিমবঙ্গের তিনটি পিছিয়ে পড়া জনজাতি যথা বিরহর, লোধা, টোটো জনজাতি। এই তিনটি জাতির জনসংখ্যা হল—

পি মি টিভ	জনসংখ্যা			শিক্ষা		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
টোটো	৭৪৯	৬৪২	১৩৯১	৫৮৫	৪৭৭	১০৬২
লোধা	৩০৫৩৭	২৯৫৯৯	৬০১৩৬	১১৯০৯	৭৬৯৬	১৯৬০৫
বিরহর	১৬৩	১৭০	৩৩৩	৩৯	২৮	৬৩

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলায় এই আদিবাসীদের সংখ্যার শতকরা বর্ণনা দেওয়া হল—

নম্বর	আদিবাসী	%
১	সাঁওতাল	৬০
২	ভুমিজ	১৮
৩	শবর	৭
৪	মুন্ডা	৬
৫	বিরহ	১

শবরদের নিজেদের যে ভাষা রয়েছে তার নাম শবর ভাষা। লোধা শবরদের সব থেকে বড় উৎসব হোল 'বাদনা 'সেহরায়''। কুদা গ্রামের জলধর শবর যিনি পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়া শবর কল্যাণ সমিতির অন্যতম সদস্য, তিনি বলেছেন যে পুরুলিয়া জেলার শবর টোলার সংখ্যা ১৬২ টি, মোট ১১টি ব্লকে ২৭০০ পরিবারের বাস। বিশেষ করে মানবাজার,বরাবাজার, বান্দোয়ান, পুঞ্চা থানায় এই শবর গ্রামগুলির আধিক্য দেখা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের শবর উপজাতির জনসংখ্যা হল—

উপজাতির নাম	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ জনসংখ্যা	মহিলা জনসংখ্যা
লোধা শবর	৮৪৯৬৬	৪৩১২১	৪১৮৪৫
খেড়িয়া শবর	৪৩৫৯৯	২২০৪১	২১৫৫৮

(২০০১ সালের আদমসুমারী)

শবররা পুরুলিয়া জেলায় যে সমস্ত গ্রামে বসবাস করেন যেমন আকড়বাইদ, হেরবনা, বনকানালী, বোরো, রাধানগর, হলুদবনা, বরাবাজার থানার লটপদা, ফুলঝোর, বারুইঝোর, মিরগিচামির, পুঞ্চার-ক্ষুদিটাড, গগদা, ভূতাম, কুলটাড়, নির্ভয়পুর, জোড়গড়া, কেন্দা, বালকডি প্রভৃতি গ্রামে।

দামোদরপুর গ্রামটি পুরুলিয়া জেলার পুঞ্চা ব্লকের নপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। এই গ্রামটি ৪৪৮.২৮ হেক্টর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। দামোদরপুর গ্রামটিতে বাড়ির সংখ্যা ৪৫৭ টি এবং এখানকার মোট জনসংখ্যা প্রায় ২৩০৩। মহিলা জনসংখ্যা ১১৬৯ ও পুরুষ সংখ্যা ১১৩৪। গ্রামটির কাছের শহর হল পুরুলিয়া। পুরুলিয়া থেকে দামোদরপুর গ্রামটির দূরত্ব হল ৪২ কিলোমিটার।

পুরুলিয়ার পুঞ্চা থানার খুদিটাড় গ্রাম একটি আস্ত শবর টোলা যেখানে প্রায় ৫০ থেকে ৬০টি পরিবারের বসবাস। এছাড়াও মানবাজার থানার কুদা গ্রামেও যে শবর টোলার অবস্থান রয়েছে সেখানেও ২০-২৫টি

পরিবারের বাস রয়েছে। তাছাড়া আরও বেশ কয়েকটি গ্রামে শবর পরিবারের আধিক্য আমাদের চোখে পড়ে। যেমন বরাবাজার থানার বানজেড়া গ্রাম, জাহানাবাদ প্রভৃতি গ্রামে ২০-২৫টি পরিবারের বাস রয়েছে। এছাড়াও শবর গ্রাম হিসাবে যে গ্রামগুলির নাম পাই সেগুলি হলো অকড়বাইদ, বাবুইজোড়, কাদঞা প্রভৃতি শবর একটি আদিম জনজাতি। শবর, সাওরা, নিষাদ, শিকারিয়া, এমনি অনেক নামে ভারতে তাদের বাস। পশ্চিমবঙ্গে মূলত তিনটি নামে এরা বিশেষ ভাবে পরিচিত। যথা লোধা শবর, খেড়িয়া-শবর, এবং শবর। এই খেড়িয়া-শবর ঝাড়খন্ড, ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বেশি দেখা যায়। শবর মুলত অস্ট্রিক-দ্রবিড় গোষ্ঠীর মানুষ। মুন্ডা, ভীল, বীরহোর, পাহাড়িয়া মাল, ভুমিজদের মতো শবর বা খেড়িয়া সম্প্রদায়েরাও একটি পুরানো বনবাসী সমাজের জনজাতি। ছোটনাগপুরের দক্ষিন অঞ্চলের জঙ্গল মহলেই এদের বসবাস অধিক। একদা প্রায় যাযাবরের মতো ছিল এদের জীবনাচরণ। গ্রাম থেকে দুরে পাহাড় জঙ্গলে, বা কোন দুর্গম অঞ্চলেই এদের বসবাস। প্রকৃতির আঁচলে নিরুপদ্রব কষ্ট সহিষ্ণু পরিশ্রমজীবি এই মানুষগুলির দারিদ্র, অশিক্ষা, কুসংস্কার, উপেক্ষা ও অবহেলা এদের নিত্য সঙ্গী। এই রকমই এক আদিম জনজাতির বিশেষ গোষ্ঠীই হল শবর, যারা উপনিবেশিক সময়ে রাষ্ট্রীয় আইনে অপরাধ-প্রবন-জাতি রূপেই চিহ্নিত হল ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে। যার ফলে শবরগন যখন তখন আক্রান্ত হত। তখনকার দিনে ভারতীয় দন্ডবিধির ১০৯ ও ১১০ ধারায় শবর গন যখন তখন ধরা পরতো। ১০৯ ধারার কারনে শবররা গৃহহীন। ১১০ ধারার ফলে শবরদের জীবিকার কোন স্থায়ী উপায় নেই। ১৮৯১ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিবর্তে তাদের সেই হার ক্রমশ কমেছে। কিন্তু অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে ভারত সরকার পঞ্চাশের দশকে তাদের বিমুক্ত জাতি রুপে স্বীকৃতি দিলে সাক্ষাৎ অত্যাচার থেকে তারা অনেকটাই মুক্তি পায়। পুরুলিয়ার শবর সম্প্রদায়ের উপর কী রকম অত্যাচার হত এমনকি তাদেরকে বিমুক্ত জাতি স্বীকৃতি দেওয়ার পরও তাদের উপর কী রকম ব্যবহার করা হত তা মহাশ্বেতা দেবীর লেখায় অনবদ্য ভাবে ফুটে ওঠে। পরবর্তী সময়ে মহাশ্বেতা দেবী ও গোপীবল্লভ সিংহদেও গড়া **শবর কল্যান সমিতির** মাধ্যমে শবর দের দুঃখ কষ্ট কম করার চেষ্টা করেছেন। বিমুক্ত জাতি রুপে আইন তাদের স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই অনেক সহৃদয় মানুষ ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তাদের পাশে ভরসা যুগিয়েছে। হয়তো তাতেই কিছু আশার আলো দেখছে এই মানুষ গুলো। কিন্তু এত পরিবর্তনের পরেও সমাজ সংস্কারের গভীর থেকে গভীরতর কোন স্থানে এখনো যেন তাদেরকে সভ্য সমাজের বহিবৃত্তের মানুষ বলেই ভাবা হয়। তাই এখনো কোন গ্রামে চুরি ডাকাতি বা ছিনতাই হলে পুলিশ শবর গ্রামে হানাদিয়ে শবর দের তুলে নিয়ে আসে নির্যাতনও চলে। কিন্তু বিনা বিচারে আটক রাখা হয় না। এখন বিচার হয় এবং জামিন পায়। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় আইনে এটাই তাদের পরম প্রাপ্তি।

১.১. পেশা : আদিম যুগে শবর বা ব্যাধ জাতির প্রধান পেশাই ছিল শিকার। বনের ফলমুল আহরন ও পশুপক্ষী শিকার ছিল তাদের বেশি পছন্দ। কিম্বা ঢ্যামনা সাপ, গো-সাপ, ব্যাঙ, শামুক, গুগলি, ইঁদুর, খরগোস ইত্যাদি খাদ্য গ্রহন করে। এখন তারা কৃষিকাজ করছে, ধনী বাড়িতে শ্রমিকের কাজ, জ্বালানির কাঠ বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে। কিছু পরিরার হস্ত শিল্পের কাজে নিয়োজিত করে ঝুড়ি, খাচী, কুলো ইত্যাদি

তৈরি ও বিক্রি করে সংসার চালায়। অনেকে আবার খেজুর পাতা থেকে চাটাই তৈরি করে সেগুলি বিক্রি করেও অর্থ উপার্জন করে। তবে শবর দের মধ্যে ধনবান হওয়ার ইচ্ছা তেমন নেই।

১.২. উৎসব ও সংস্কার : লোধা শবরদের সব থেকে বড় উৎসব হল 'বাঁদনা" 'সেহরায়" এছাড়া নানা আচার অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক উৎসব তো আছেই। বিবাহ কেন্দ্রিক, নবজাতকের আচার কেন্দ্রিক প্রভৃতি। তবে নির্ভেজাল উৎসব বাদনা। অহিরা গানের তালে, মহুয়া ও মাদলের বোলে তাদের জীবন নতুন ছন্দে প্রান পায়। চাঙু নাচ, পাতা নাচ, কাঠি নাচ, প্রভৃতির তালে তালে নবজীবনের আনন্দে মেতে ওঠে এইসব অল্পে সন্তুষ্ট বনবাসী অরণ্যচারী আদিম জনজাতি লোধা শবরের দল।

১.৩. ভাষা : শবর নিজেদের যে ভাষা রয়েছে তার নাম শবর ভাষা। এই ভাষায় কথা বলেন ২ লক্ষ ৫৬ হাজার ৭১২ জন (পশ্চিমবঙ্গ, উড়িশ্যা, অন্ধপ্রদেশ)।

১.৪. বাসস্থান : শবর গোষ্ঠীর মানুষেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিক্ষিপ্ত ভাবে লোকালয় থেকে দূরে নির্জন জায়গায় বাস করতো। তবে শবর এখন স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শিখেছে। নিজস্ব ঘরবাড়িও হয়েছে। শবরদের ঘরবাড়ি বলতে কুঁড়ে ঘর। তবে সহস্র বছর পেরিয়ে গেলেও শবরদের ঘরবাড়ির তেমন একটা পরিবর্তন দেখা য়ায় নি। সরকারি সাহায্যে কোথাও কোথাও পাকা বাড়ি তৈরি হলেও বসবাসে তারা তেমন অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি।

১.৫. খাদ্যদ্রব্য : শবরদের খাদ্যাভাস অনেকাংশে নির্ভর করতো বনজ সম্পদের উপর এছাড়াও বারো মাসে তাদের খাদ্যতালিকায় একটা বৈচিত্র্য দেখা যায়। শবরদের সারা বছরের খাদ্য সংগ্রহ প্রনালীটিকে আমরা ছকের সাহায্যে দেখানোর চেষ্টা করতে পারি—

মাসের নাম	খাদ্য তালিকা
বৈশাখ, জৈষ্ঠ্য, আষাঢ়	ফলমুল পাখির বাচ্চা, ঢ্যামনা সাপ, গোসাপ, ব্যাঙ, শামুক
শ্রাবন, ভাদ্র, আশ্বিন	নানা প্রজাতির ব্যাঙ, বড় বড় শামুক বা ঘঙা, মাছ, কাঁকড়া
কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ	ইঁদুর, ইঁদুর গর্তের ধান, মাছ, কাঁকরা, শামুক
মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র	সহানীয় ফল, মধু, মৌচাকের ডিমসহ চাক, শিয়াল, হুড়াল, খরগোশ প্রভৃতি

শবরদের জীবনযাত্রার মান খুব একটা পরিবর্তন হয়নি ঠিকই কিন্তু পুরানো খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে নতুন নতুন খাদ্যদ্রব্য যুক্ত হয়েছে এদের খাদ্যতালিকায়। বর্তমানে ক্ষেত্র গবেষণায় জানা গেছে এদের ভাত এবং রুটি খাদ্য তালিকায় যুক্ত হয়েছে। এছাড়াও বর্তমানে নিজেরা মুরগী, হাস, ছাগল পালন করছে। এগুলি তাদের আহার্যের অন্যতম উপাদান।

১.৬. স্বাস্থ্য : তারা স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধি সম্পর্কে সচেতন নয়, অসুস্থ হলে তারা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা

করে। শবর সমাজে শিশু জন্মকালীন কাজে ধাই মা-র প্রচলন নেই। শবর মেয়েরা নিজেরাই অন্তত যারা অভিজ্ঞ তারাই এই কাজ করে থাকে। রোগ ব্যাধি হলে ডাক্তারের চাইতে ঝাড় ফুঁক এর উপরই গুরুত্ব দেয়।

২। সমীক্ষাটির উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives of Study) : অ) বর্তমান বাসস্থান সম্পর্কে জানা ; আ) বর্তমান জীবিকা সম্পর্কে জানা ; ই) প্রশংসা পত্র সম্পর্কিত তথ্য জানা ; ঈ) সরকারি সাহায্য সম্পর্কিত তথ্য জানা ;

৩। গবেষণা পদ্ধতি (Methodology) : এই শবর পল্লীতে ১৬৫ জন পুরুষ, ১৪১ জন মহিলা ও ১৪০ জন শিশু বসবাস করে। এখানে একটি প্রাথমিক স্কুল আছে (শিক্ষকের সংখ্যা ৬ জন এবং ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ৬৯ জন) ও একটি হাইস্কুল আছে (শিক্ষকের সংখ্যা ৫ জন এবং ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ৩২ জন)। তারা প্রতিদিন মধ্যাহ্নে খাবার পায়। এই লেখাতে দামোদর পুরের ২৫ জন শবরদের সাথে কথা বলে তথ্য নেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে ৮ জন পুরুষ ও ১৭ জন মহিলা।

বয়স	পুরুষ	মহিলা	সমগ্র	%
১৮ কম	২	১	৩	১২
১৮-২৮	০	২	২	৮
২৮-৩৮	১	৩	৪	১৬
৩৮-৪৮	২	৩	৫	২০
৪৮-৫৮	১	৫	৬	২৪
৫৮-৬৮	২	৩	৫	২০
৬৮ বেশী	০	০	০	০
সমগ্র	৮	১৭	২৫	১০০

৪। দামোদরপুর শবর পল্লীতে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ (Data Analysis) :

অ) বাসস্থান সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ

মাটির ঘর	%	পাকাঘর	%	সমগ্র
২১	৮৪	৪	১৬	২৫

এই গ্রামের অধিকাংশ বাড়ীঘর মাটির তৈরী, কোনো কোনো বাড়ী গাছের পাতা, ডাল, খড় দিয়ে তৈরী কিন্তু গ্রামের ৪টি ঘর যা আবাস যোজনায় তৈরী।

আ) জীবিকা সম্পর্কিত তথ্য

বয়স	কৃষিকাজ	ব্যবসা	পশুপালন	হস্তশিল্প	শ্রমিক	চাকরি
১৮ কম	০	০	১	২	৩	০
১৮-২৮	০	০	০	২	২	০
২৮-৩৮	১	০	১	৩	৫	০
৩৮-৪৮	১	০	০	১	৪	০
৪৮-৫৮	০	০	১	৫	৬	০
৫৮-৬৮	২	০	৩	৩	৫	০
৬৮ উপর	০	০	০	০	০	০
মোট	৪(১৬%)	০	৬(২৪%)	১৬(৬৪%)	২৫(১০০%)	০

এই সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে ১৬% শবরা কৃষি কাজ করে, ২৪% শবরা পশুপালন করে, তারা হাঁস, মুরগী, ছাগল, গরু পালন করে। হস্ত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত আছে ৬৪% শবরা, তারা বেশীর ভাগ বাশের ঝাড়ু ঝুড়ি তৈরী করে, ঘাসের ঝাড়ু তৈরী করে, খেজুর পাতার মাদুর তৈরী করে সেগুলিকে ১০/২০ টাকা করে বিক্রি করে। ২৫% শবরা শ্রমিক হিসেবে কাজ করে, এরা অন্যের বাড়ীতে দিন মজুরি করে অর্থ উপার্জন করে, কিছু কিছু বাড়ির মহিলারা ইট ভাটাতে কাজ করতে যায়, কেউ কেউ ছৌ-নৃত্যের সঙ্গে জড়িত। কেউ কেউ ব্যবসার জন্য বা কাজের সন্ধানে বাইরে যায়। কিছু কিছু ব্যক্তি গ্রামের মোড়লদের গরু চরিয়ে দিয়ে মজুরি হিসাবে ধান ও পয়সা পেতো। এছাড়া মাঠের কাজ, মদ তৈরী, খেজুর গুড় তৈরি করে আর্থ উপার্জন করে। তারা মানসিক দক্ষতা আর শারিরিক দক্ষতা দিয়ে অর্থ উপার্জন করে।

ই) প্রশংসা পত্র সম্পর্কিত তথ্য

বয়স	আধার কার্ড	রেশন কার্ড
১৮ কম	৩	২
১৮-২৮	২	১
২৮-৩৮	২	৩
৩৮-৪৮	৪	৪
৪৮-৫৮	৬	৬
৫৮-৬৮	৪	৪
৬৮ উপর	০	০
মোট	২১(৮৪%)	২০ (৮০%)

এই সারণি দেখাছে ২৫ জন শবরদের মধ্যে (৮৪%) ২১ জন শবরদের আধার কার্ড আছে কিন্তু ৪ জন শবরদের আধার কার্ড নেই। ২০ জন (৮০%) শবরদের রেশন কার্ড আছে কিন্তু ৫ জন শবরদের রেশন কার্ড নেই। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লেখিত করা হয়েছে যে ভারতের নাগরিক হতে হলে আধার কার্ড অবশ্যই প্রয়োজন। একনো ৪টে পরিবারে আধার কার্ড হয়নি, ফলে তারা অনেক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। মঙ্গলি শবরের এখনো আধার কার্ড হয়নি। খাদ্যসাথী প্রকল্পে পরিবারের প্রত্যকে মাসে সর্বাধিক ৫ কিলো চাল বা গম দেওয়া হয়। অধিকাংশ পরিবার রেশন পেলেও এখনো ৫টি পরিবারে রেশন থেকে বঞ্চিত আছে।

ঈ) সরকারি সাহায্য সম্পর্কিত তথ্য

বয়স	সরকারি ভাতা	লক্ষীভান্ডার	আবাস যোজনা
১৮ কম	০	০	০
১৮-২৮	০	০	০
২৮-৩৮	০	০	০
৩৮-৪৮	১	০	০
৪৮-৫৮	০	০	০
৫৮-৬৮	০	০	১
৬৮ উপর	০	০	০
	১	০	১

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে সকল প্রকল্পগুলি আছে দামোদরপুর গ্রামের শবর মেয়েরা এইসব প্রকল্প থেকে প্রায় সকলেই বঞ্চিত। সমীক্ষায় দেখা গেছে শুধু বিজলি শবর সরকারি ভাতা পায়। স্নেহালয় প্রকল্পে বাড়ী তৈরি করতে ১.২ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। সুন্দরী শবর—তিনি অনেক ভাগ্যশালী মানুষ কারণ সরকার কর্তৃক ইন্দিরা আবাস যোজনার ঘর পেয়েছে এবং রেশন কার্ডও পেয়েছে। সুতরাং সমীক্ষাভুক্ত ২৫ জন শবর পরিবারের মধ্যে ২৪ জন শবর পরিবার সরকারি ভাতা ও আবাস যোজনা থেকে বঞ্চিত। সমীক্ষাভুক্ত ২৫ জন শবর মেয়েরা লক্ষীভাণ্ডার থেকে বঞ্চিত। সুনিল শবর—তিনি দিন মজুরি কাজ করে প্রতিদিন ১৫০/২৫০ টাকা উপার্জন করেন। তিনি ছৌ-নৃত্য করেন কিন্তু কোনো শিল্পী ভাতা পাননি। লক্ষীভাণ্ডার প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হল মহিলাদের স্বনির্ভর করা। কিন্তু দামোদরপুর গ্রামের শবর মেয়েরা এই প্রকল্প থেকে সকলেই বঞ্চিত।

উ) লাইব্রেরি সম্পর্কে জানা

বয়স	ছেলে জানে	মেয়ে জানে	সমগ্র	ছেলে জানে না	মেয়ে জানে না	সমগ্র জানে
১৮ কম	১	০	১	১	১	২
১৮-২৮	০	১	১	০	১	১
২৮-৩৮	০	০	০	০	০	০
৩৮-৪৮	০	০	০	২	৩	৫
৪৮-৫৮	০	০	০	১	৫	৬
৫৮-৬৮	০	০	০	২	৩	৫
৬৮ উপর	০	০	০	০	০	০
মোট	১	১	২	০	০	২৩

উপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে ২৫ জন উত্তরদাতার মধ্যে কেবলমাত্র জয়ন্তী শবর বর্তমান বয়স ২৬। তিনি ক্লাস ৮ পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন এবং তিনি লাইব্রেরি সম্পর্কে জানেন। সমা শবরও লাইব্রেরি সম্পর্কে জানেন। মহাশ্বেতা দেবীর নির্মিত বাড়ীতে নতুন করে 'হাতে খড়ি পাঠশালায়' একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত করলে লাইব্রেরির মাধ্যমে তাদের তথ্য প্রদান করে তাদের জীবন যাত্রার উন্নতি করা যাবে।

ঊ) শবর কল্যাণ সমিতি

শবর পিতা গোপীবল্লভ সিংহদেও মহাশয় শবরদের এই অত্যাচারের কারণেই হয়তো **শবর কল্যাণ সমিতি** প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৬৮ সালে। প্রথমে মাত্র সাতজন শবরকে নিয়ে তিনি এই সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। পুরুলিয়ার কেন্দা থানার অন্তর্গত রাজনোয়াগড় গ্রামে। নাম **পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়া শবর কল্যাণ সমিতি** পরে ১৯৮৩ সালে প্রখ্যাত লেখিকা মহাশ্বতা দেবী এই সমিতিতে যোগ দেন। শবর জাতিদের শিক্ষার আলোয় এনে সমাজের মূলস্রোতে ফেরানো এবং তাদের উপর পুলিশি অত্যাচার বন্ধ করাই ছিল এই সমিতির প্রধান উদ্দশ্য। গোপীবল্লভ সিংহদেও মহাশয়ের এবং প্রখ্যাত লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় শবর জাতি শিক্ষার আলোর আসতে শুরু করে। নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানে শবররা কেউই এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত নয়, ফলে সমিতির উদ্দেশ্য অনেকটাই ম্লান হয়ে গেছে। শবর জাতির উন্নতিকল্পে পুরুলিয়া বিজ্ঞান কেন্দ্রের মাননীয় অমলেন্দু রায় মহাশয়ের যোগদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শবরদের স্বনির্ভর করতে শবর গ্রামে কুপ খনন ও কৃষি ব্যবস্থা, জলাধারে মাছ চাষের ব্যবস্থা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠির শিল্প যেমন শাল পাতার ঠোঙা, বাঁশের ছাতা তৈরি করা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। সামান্য অর্থ লগ্নী করে যাতে শবরেরা অর্থ উপার্জন করতে পারেন। এই উদ্দেশ্য ছিল। শবরদের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্য মহাশ্বেতা দেবী শবর সমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন। বিভিন্ন গ্রামের খেড়িয়া শবরদের কর্মমুখী করে তোলার জন্য হাতের কাজের প্রশিক্ষন দেওয়া শুরু হয়েছে। ওরা প্রত্যেকেই

বাসি ঘাস ও খজুর পাতা দিয়ে নানারকম সুন্দর সুন্দর জিনিসপত্র তৈরী করতে পারে। এই সব পরিবেশ বান্ধব হাতের কাজ দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে এবং এই সব পরিবেশ বান্ধব হাতের কাজ আরো উন্নতমানের করার জন্য বিভিন্ন তথ্য ও প্রশিক্ষনের মাধ্যমে তাদের মানসিক দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। প্রতি মঙ্গলবার বাজনোরাগরের হাটে এই গুলো বিক্রি করা হয়। ২০০৩ সালে বই মেলায় এদের উৎপাদিত দ্রব্যগুলি বিশেষ প্রশংসিত ও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। পুরুলিয়া জেলার প্রাচীন জনগোষ্ঠী খেড়িয়া শবরদের আর্থিক উন্নতিকল্পে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে চেষ্টা করা হচ্ছে। শবর হস্ত শিল্পের ধারা তাদের টাকা।

৫। সুপারিশনামা (Recommendations) :

অ) শবরদের সমস্ত তথ্য প্রদানে লাইব্রেরি তৈরী করতে হবে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতিতে তথ্য সবার প্রযোজন, তথ্য তাদের পরিবার এবং সমগ্র শবর জনগোষ্ঠীর উন্নতি করবে। শবরদের সমস্ত তথ্য প্রদানে লাইব্রেরির ভুমিকা অনবদ্য। কিন্তু এই গ্রামে কোনো লাইব্রেরি নেই, কেবল একটি ক্লিক (CLIC) লাইব্রেরি আছে। তারা লাইব্রেরি সম্পর্কে সচেতন নয়। শুধুমাত্র যারা স্কুলে যায় তারাই লাইব্রেরি সম্পর্কে সচেতন।

তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মান, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি করাতে হবে। শবরদের সমস্ত তথ্য প্রদানে লাইব্রেরি তৈরী করতে হবে।

অকরবাইদ শবর গ্রামে মহাশ্বেতা দেবীর নির্মিত বাড়ীতে নতুন করে ‘হাতে খড়ি পাঠশালায়, একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যার নাম ‘ঘুলঘুলির বইঘর’ ১৮ই জুন, ২০২২। যদি এই ভাবে মহাশ্বেতা দেবীর নির্মিত বাড়ীতে একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি করা যাবে। পুরুলিয়া জেলায় ক্লিক লাইব্রেরির সংখ্যা মোট ২০টি। পানিপাথর জনগ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র।

আ) তথ্যপ্রযুক্তির **ইনফোরমেশন টেকনোলজির** মাধ্যমে সামাজিক প্রোগাম করে তাদের সচেতন করতে হবে।

ই) এই গ্রামে সচেতনতা শিবির করাতে হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন জনিত সমস্ত রকমের তথ্য প্রদান করতে হবে। কৃষি কাজের সহায়ক তথ্য প্রদান করতে হবে এবং তাদের মাতৃভাষায় প্রশিক্ষণ দিতে হবে। বিভিন্ন মেলার ও হাটের তথ্য যেমন তারিখ, স্থান, সময় জানাতে হবে। টেলিমেডিসিন পরিষেবামূলক তথ্য দিয়ে তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করাতে হবে।

মাতৃযান, কর্মতীর্থ, সুফল বাংলা, শিক্ষাশ্রী, হাসির আলো, কৃষক বন্ধু, প্রকল্পগুলির তথ্য দেওয়া এবং গন প্রোগামের মাধ্যমে তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের উন্নতি করতে হবে।

পাবলিক ও কমিউনিটি লাইব্রেরি বিভিন্ন তথ্য প্রদান করে তাদের জীবনের মান উন্নত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি করাতে হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে সকল প্রুফ আছে সেগুলির ছবিসহ বুকলেট ও

গণমাধ্যমে (ভিডিও) তথ্য প্রদান কোরে তাদের সচেতন করে প্রুফের সুবিধা দিতে হবে।

৬। উপসংহার (Conclusion) : পুরুলিয়া জেলার পুঞ্চা ব্লকের অন্তর্গত দামোদরপুর শবর পল্লী পরিদর্শনের পর এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে তারা যদি আর্থিক দিক থেকে সরকারি দৃষ্টিগোচরে আসে এবং পাবলিক লাইব্রেরির মাধ্যমে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করা যায় তাহলে তাদের সমাজের পরিবর্তন ঘটবে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে বসবাস করবে, ছেলে মেয়েরা পড়াশুনা করবে। অন্যান্য অদিবাসীদের মতো সমাজে নিজ মান মর্যাদা নিয়ে জীবন যাপন করবে। বর্তমানে তারা কিছু কিছু সরকারি আর্থিক সাহায্যের আওতায় এসেছে, সরকারি বাড়ী পাচ্ছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে তারা অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মতো সমাজে নিজ নিজ মান-সম্মান ফিরে পাবে এবং জীবনযাত্রা দুর্দ্দশামুক্ত হবে।

তথ্যসূত্র (References) :

১। নারী শিক্ষা: ঊনিশ শতকের কিছু কথা, মঞ্জু ঘোষ

২। জয়ন্ত হাজরা (২০০৮), পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়ন প্রসঙ্গে কিছু কথা। জে, কে, টাইমস-খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৬

৩। জয়ন্ত হাজরা (২০১০), মহিলা ও গ্রামীন উন্নয়নে শিল্পয়নের ভুমিকা। জে, কে, টাইমস-খন্ড-৫,পৃষ্ঠা-৬৯

৪। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নের কর্মকাণ্ড, রাজ্য পঞ্চায়েত সম্মেলন, ২০১৭